দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

মির্জাপুরে কোচিং ব্যবসা জমজমাট জিম্মি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা

■ মীর আনোয়ার হোসেন টুটুল, মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সরকারী বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে জমজমাটভাবে চলছে কোচিং ব্যবসা। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা হয়ে পড়েছেন জিম্মি। কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রাম, পাড়া মহল্লা ও অলিগলিতে ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠছে কেজি স্কুল ও কিন্ডার গার্টেন। শিক্ষার নামে এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক এবং মালিকরা অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের নানা প্রলোভনে জিম্মি করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলেও ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন। গতকাল সোমবার মির্জাপুর উপজেলা সদরসহ কয়েকটি এলাকা ঘুরে দেখা গেছে কোচিং বাণিজ্যের জমজমাট চিত্র। উপজেলা শিক্ষা অফিসও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, সরকারি নিষেধ অমান্য করে এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

কেজি স্কুল-কিন্ডার গার্টেনের ছড়াছড়ি, সরকারি স্কুলে কমে গেছে ছাত্রছাত্রী

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে অনুসন্ধানে জানা গেছে, মির্জাপুর উপজেলায় কোচিং সেন্টার, কিন্ডার গার্টেন ও কেজি স্কুলের সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। তবে কিন্ডার গার্টেনের সংখ্যায় প্রায় ১৫০ হতে পারে বলে প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, কোচিং সেন্টার একটি লাভজনক ব্যবসা হওয়ায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের অর্থলোভী একশ্রেণির শিক্ষকের সহযোগিতায় এলাকার অনেক বেকার তরুণ-তরুণী কোচিং সেন্টারের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। বছরের শুরুতেই এসব কোচিং সেন্টারে শুরু হয় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রতিযোগিতা। এসব কোচিং সেন্টারের মালিক ও শিক্ষকরা অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের নানাভাবে সুযোগ সুবিধার কথা বলে ভর্তি করে থাকেন।

মির্জাপুর উপজেলার মহেড়া, জামুর্কি, ফতেপুর, বানাইল, আনাইতারা, ওয়ার্শী, ভাদগ্রাম, ভাওড়া, বহুরিয়া, গোড়াই, লতিফপুর, তরফপুর, আজগানা ও বাঁশতৈল ইউনিয়নের বিভিন্ন হাট বাজার,গ্রাম ও পাড়া মহল্লায় এসব কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এসব কোচিং সেন্টারে মালিকরা ইচ্ছেমত সেশন চার্জ, বেতন ও অন্যান্য ফি আদায় করছে। ডে কেয়ার, নাইট কেয়ার ও বিশেষ ক্লাসের নাম করে এসব কোচিং সেন্টারে প্রতি মাসে একজন ছাত্র প্রতি এক হাজার টাকা থেকে শুরু চার-পাঁচ হাজার টাকা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশি হারে টাকা নেওয়া হচ্ছে। অথচ একইভাবে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুলে পড়তে একজন ছাত্রের মাসে বেতন লাগে ৭০-১২০ টাকা। কোচিং সেন্টারে অধিক হারে টাকা গুণতে গিয়ে অভিভাবকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ব্যাঙের ছাতার মত কোচিং সেন্টার, কিন্ডার গার্টেন ও কেজি স্কুল গড়ে ওঠায় সরকারি মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। এসব কোচিং সেন্টারে যারা শিক্ষা দিচ্ছে তাদের অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও নানা প্রশ্ন রয়েছে। অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল বানান ও ভুল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় সূত্র জানায়, মির্জাপুর উপজেলায় কলেজ ৮টি, মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫৪টি, মাদ্রাসা ৫২টি, কিন্ডার গার্টেন ১৩২টি এবং টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ৪টি রয়েছে। কিন্তু কোচিং সেন্টার, কিন্ডার গার্টেন ও কেজি স্কুলের সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. খলিলুর রহমান ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. জাকির হোসেন মোল্লা বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশে বলা হয়েছে, কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ। যদি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত থাকেন তবে তদন্ত সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।